দৈনিক ভোরের কাগজ

FEB. 02 2002

পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

ছাত্রদলের কার্যকলাপে স্থগিতাদেশ থাকলেও বিভিন্ন গ্রুপের হল দখল পাল্টাদখল চলছেই

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ জোট সরকার ক্ষমতায় আসার চার মাস পার না হতেই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ক্যাডার রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ সৃষ্টি হয়েছে। এক সময় ক্যাম্পাসে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারকারী পিন্টু গ্রুপকে বিতাড়িত করে হাওয়াভবনমুখী গ্রুপগুলো একের পর এক হল দখল ও আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। দু'গ্রুপের আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে ক্যাম্পাসে প্রাণহানিকর সংঘর্ষের আশঙ্কা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার মুহসীন হল দখলের পর পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারকৃত ছাত্রদলের ১৫ নেতাকর্মীকে পুলিশ ৫৪ ধারায় কোর্টে চালান দিয়েছে এদিকে বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের ছাদ থেকে পুলিশ একনলা একটি বন্দুক উদ্ধার করেছে। ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের বিভিন্ন গ্রুপের হল নিয়ন্ত্রণকারী ক্যাডারদের মধ্যে দখল পাল্টাদখলের আতঙ্ক বিরাজ করছে। প্রতিটি হলে অস্ত্র সরবরাহ বাড়ানো হয়েছে এবং ক্যাডাররা হল

ক্যাডারদের নতুন মেরুকরণ

নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। দখল পাল্টাদখলের কারণে ছাত্রদলের পরবর্তী কমিটি গঠন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রদলের ক্যাডার

(১১- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

ছাত্রদলের কার্যকলাপে

(১১-এর পাতার পর)

রাজনীতিতে প্রথম বিবাদের সূত্রপাত ঘটে জিয়া হল নিয়ে। এক সময় ছাত্রদলের নামী ক্যাডার জাকির হোসেন সিদ্দিকী ছাত্রদল সভাপতি নাসির উদ্দিন পিন্টুর আশীর্বাদ নিয়ে ব্যাপকসংখ্যক বহিরাগতের সমাগম ঘটিয়ে জিয়া হলে অবস্থান নেয়। এখানে একই সময় অবস্থান গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক 'আসাদ গ্রুপ' ছাত্রশক্তির পক্ষে। 'আসাদ গ্রুপ' পিন্টুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেও জিয়া হল নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণে তাদের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত জিয়া হল থেকে জাকির হোসেন সিদ্দিকী বিতাড়িত হয়। কিছুদিন পর আসাদ গ্রুপ ছাত্রলীগকে বিতাড়িত করে জহুরুল হক হলে অবস্থান নেয়। কিন্তু নাসির উদ্দিন পিন্টু গ্রেফতারের পর ক্যাম্পাসের হাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। মুহসীন হলের 'শিশির গ্রুপ', সূর্যসেন হলের 'মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন গ্রুপ' ছাড়া সবাই হাওয়াভবনকেন্দ্রিক 'লাল্টু গ্রুপের' দিকে ঘুরে যায়। ক্যাম্পাসের 'মনির হোসেন গ্রুপ'-এর নেতাকর্মীরা সব সময় ব্যালেন্স করত। তারাও পিন্টু গ্রেফতারের পর হাওয়াভবনমুখী রাজনীতি শুরু করে। আন্ডারওয়ার্ল্ডে পিন্টুবিরোধী গ্রুপগুলোর হাওয়াভবনমুখী অবস্থানের কারণে ক্যাম্পাসে এসব গ্রুপের ক্যাম্পাস প্রতিনিধিরা হল নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে নাসির উদ্দিন পিন্টুর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং নিজেদের মধ্যে অলিখিত সমঝোতায় পৌঁছে। গোটা পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ছাত্রদলের আগামী কমিটি গঠনকে টার্গেট করে। এই পরিকল্পনার বাইরে অবস্থানকারী হচ্ছে বর্তমানে ক্যাম্পাসে পিন্টুর একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে পরিচিত মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন। অলিখিত সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী তুচ্ছ ঘটনার সূত্র ধরে বুধবার গভীর রাতে সশস্ত্র হামলা করে ছাত্রদলের 'লাল্টু গ্রুপ' জহুরুল হক হল দখলে নেয় আসাদ গ্রুপকে বিতাড়িত করে। এই ঘটনার পরদিন বৃহস্পতিবার 'মনির গ্রুপ' ও 'আসাদ গ্রুপ' যৌথ হামলা চালিয়ে প্রায় ৫০/৬০ রাউন্ড গুলিবিনিময়ের পর মুহসীন হল থেকে পিন্টু গ্রুপের প্রতিনিধি শিশিরকে বিতাড়িত করে নিজেদের দখলে নেয়। 'পিন্টু গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে' থাকা ক্যাম্পাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী হল সূর্যসেন হল নিয়ে নতুন করে দখল পাল্টাদখলের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। হল দখল, পাল্টাদখল প্রশ্নে ছাত্রদলের কয়েক নেতা জানিয়েছেন, এতে তাঁদের কোন ভূমিকা নেই, এটি অনেক ওপরের খেলাধুলা।